ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৫৬

আগরতলা,২৫ এপ্রিল,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘লাইট হাউসে ঘর চেয়ে ঘুম হারিয়েছে হাজার পরিবার’ শিরোনামে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (টুডা) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে টুডার জয়েন্ট কমিশনার অমিতাভ চাকমা এক স্পষ্টিকরণ দিয়ে বলেছেন যে, আগরতলার লাইট হাউস প্রজেক্টটি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান)-এর সি.এস.এস.-এর আওতায় মঞ্জুর করা হয়েছিলো। আর্থিকভাবে দুর্বল এবং কম আয়ের লোকদের স্থায়ী বাসস্থান দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার এই প্রকল্পটি শুরু করেছিলো। যাই হোক, বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যায়। তারমধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো কোভিড-১৯। দেশব্যাপী কোভিডের কারণে লকডাউন থাকাতে এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া যে স্থানে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা সেই স্থানটি জলা জাতীয় হওয়াতে এটিকে নির্মাণ উপযোগী করতে বহু সময় লেগে যায়। পাইল ফাউন্ডেশন দিতে গিয়ে আরও বেশি সময় লেগে যায়।

তাছাড়া এখানে উল্লেখ্য, তিনদিকে আন্তর্জাতিক সীমানা হওয়ার কারণে ত্রিপুরাতে নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আনতে হলে সড়ক পথেই আনতে হয়। বর্ষার দিনে মাটি ধ্বসের কারণে সড়ক পথে এসবের পরিবহণ দুষ্কর হয়ে পড়ে, ফলে মাল পরিবহণের গতি স্লথ হয়ে যায়। বিশেষ করে ভয়াবহ বন্যায় যখন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, সড়ক পরিবহণও ব্যাহত হয়। তাছাড়া পাইল ফাউন্ডেশন করতে গিয়ে খরচ বেড়ে যায়। তারপর সেই বর্ধিত বিল মন্ত্রকে পাঠিয়ে অনুমোদন নিতে আরও দেরি হয়ে যায়।

সম্প্রতি জমি পরিবর্তনের কারণে কন্ট্রাকটরের যে বাড়তি কাজ করতে হয়েছিলো সেজন্য তাকে মন্ত্রক থেকে কিছু বাড়তি অর্থ প্রদান করা হয়। এখন আবার কাজ শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থানে। দপ্তরের পক্ষ থেকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে কাজে যে বিলম্ব ঘটেছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য এবং লাইট হাউস প্রজেক্ট-এর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য।

*****